দৈনিক জনকণ্ঠ

SEP 15

তারিখ ... পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

সবার উপরে পুলিশ সত্য!

ঢাবি এখন বস্তুত সারদা পুলিশ একাডেমী!!

ফজলুল বারী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সবার উপরে পুলিশ সত্য! বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, প্রক্টরিয়াল আইন কোনকিছুরই এখন বালাই সেখানে নেই। এটি যেন এখন সারদা পুলিশ একাডেমী! সরকার চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার উপরে থাকবে পুলিশ। পুলিশী

(পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি এখন বস্তুত

(প্রথম পাতার পর)

আইন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তা নিঃশর্ত মেনে নিয়েছে। এসব মন্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষকের। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ছাত্র বিক্ষোভ দমনে সরকারী ইচ্ছায় পুলিশ যে কোন সময় ঢাবির সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ তা জানছেও না। এসব বিষয় কর্তৃপক্ষকে জানানোর বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও মনে করছে না সরকার অথবা পুলিশ প্রশাসন। সরকারী ইচ্ছায় পুলিশ এখন যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে। গত সাতদিন ধরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অবরুদ্ধ। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার শনিবারও জনকণ্ঠকে বলেছেন, পুলিশের এসব ভূমিকা-তৎপরতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। এসব তাঁরা জানেন না। পুলিশের এসব বাড়াবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, প্রক্টরিয়াল আইনের লঙ্ঘন কিনা জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অবশ্য বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বাইরের কিছু নয়। কাজেই পুলিশ চাইলে যে কোন পদক্ষেপ নিতেই পারে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি।

১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রক্টরিয়াল আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় চলার কথা। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরকারদলীয় আনুগত্যের প্রমাণ দিতে বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩, প্রক্টরিয়াল আইনের সবকিছুর অবস্থাও যথেষ্ট নাজুক, শতছিন্নবিশিষ্ট। সর্বশেষ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এসব অধ্যাদেশ, আইনের সবকিছু আরও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। কারণ এখন কোন রকম লুকোছাপা ছাড়াই সরকার সবকিছুতে চাইছে আরও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, আনুগত্য। গতকাল শনিবার ঢাবির সিন্ডিকেটের জরুরী একটি সভা হয়েছে। এর আগের সভা উপলক্ষে সিন্ডিকেটের জন্য নতুন তিনজন সরকারী সদস্যের ব্যবস্থা করা হয়। সেই বৈঠকে স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুকও উপস্থিত ছিলেন সশরীরে। সচিব সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা না খোলা সম্পর্কে সরকারী ইচ্ছার কথা সিন্ডিকেটকে অবহিত করেন এবং সেই বৈঠকের পরই কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি না হবার কথা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টি পিছিয়ে দেয় অনির্দিষ্টকালের জন্য। ঢাবির ওয়াকিফহাল সকল সূত্র জানে, মূলত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন-ঘোষণার জন্যই ঢাবি খোলার ব্যাপারে ওই বাড়তি সময় নেয়া হয়েছিল। এর মাঝে সম্পন্ন হয়েছে সে কাজটিও।

বিপুলসংখ্যক পুলিশ-বিডিআর এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে আছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এখনও অবরুদ্ধ। পুলিশ বলেছে ডিএমপি অধ্যাদেশের ২৯ ধারা অনুসারে তারা নিয়েছে এসব সতর্ক ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম। ডিএমপি অধ্যাদেশের এই ধারার বলে পুলিশ যে কোন সময় যে কোন স্থানের সমুদয় কর্তৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। ঢাবির এক সিনিয়র শিক্ষক জনকণ্ঠকে বলেছেন, এর আগে জরুরী যে কোন পরিস্থিতিতে পুলিশ সব সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকবে না, অবস্থান নেবে না এসবই বলা আছে অধ্যাদেশ এবং প্রক্টরিয়াল আইনে। কিন্তু এখন সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন তার কোন প্রয়োজনই আমলে নিচ্ছে না। সর্বশেষ উপাচার্যের বক্তব্যেও তা স্পষ্ট। কিন্তু শনিবার আবার সিন্ডিকেটের সভায় পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ-বিডিআর প্রত্যাহারের কথা হয়েছে। সিন্ডিকেটের বৈঠকে এ রকম সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোচনার পর পুলিশ-বিডিআরের চলতি উপস্থিতি-বাড়াবাড়ির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জানে না এমন দাবির সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

শনিবার সিন্ডিকেট বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রক্টরিয়াল আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্যও একটি কমিটি গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুরনো আমলের এবং বর্তমান প্রচলিত প্রক্টরিয়াল আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের এবং বাইরের যে কারও অবাধ চলাচল-যাতায়াতেও বাধা সৃষ্টি করা যায়। বহুল বিতর্কিত সূর্যাস্ত আইনটিও ছিল এই প্রক্টরিয়াল আইনের অন্যতম অঙ্গ। প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের দাবির মুখে সূর্যাস্ত আইনটি এখন কিছুটা পরিবর্তিত, নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছে। শামসুন্নাহার হলের ঘটনার আগে এই প্রক্টরিয়াল আইনের বলেই ক্যাম্পাসে সহকারী প্রক্টরদের একটি টহলদলও ঘুরে বেড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এ নিয়ে নানা হয়রানির সূত্র ধরে ওই সময়ে বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। প্রক্টরিয়াল আইনের আধুনিকীকরণসহ নানা বিষয় পরিবর্তনের দাবি প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে সবকিছু জামায়াত সংশ্লিষ্ট জোট সরকারের ইচ্ছায় হচ্ছে, সে জন্য ঢাবির নানা মহলে প্রশ্ন এসেছে প্রক্টরিয়াল আইন পরিবর্তনের নামে চলতি প্রশাসন আসলে কি চায়?

শিক্ষক সমিতির সভায়

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ-বিডিআরের বিপুল উপস্থিতি নিয়ে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাতেও হট্টগোল হয়েছে। শিক্ষকদের নীল এবং গোলাপী দলের সদস্যরা অবিলম্বে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ-বিডিআর প্রত্যাহারের দাবি করলে সরকার সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকরা তার বিরোধিতা করেন। ফলে সৃষ্টি হয় হট্টগোলের। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী সভায় বলেন, শহীদ মিনার-অপরাজেয় বাংলার দিকে তাকালে এখন লজ্জা লাগে। পবিত্র শহীদ মিনার, অপরাজেয় বাংলা দখল করে নিয়েছে পুলিশ-বিডিআর। তারা সেখানে রীতিমতো প্রহসন করছে। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জাতির মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র। কিন্তু এখানে আজ কাউকে কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না। সরকার ক্যাম্পাসে সমাবেশ মিছিলের নাগরিক অধিকার নিষিদ্ধ করে রেখেছে। অথচ ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রক্টর বলছেন, তাঁরা কিছুই জানেন না। অধ্যাপক হোসেন মনসুরসহ আরও কয়েক শিক্ষক অবিলম্বে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ-বিডিআর প্রত্যাহারের দাবি জানান। গোলাপী দলের শিক্ষকরাও দাবি জানিয়ে বলেছেন, অবিলম্বে পুলিশ-বিডিআর ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু সাদা দলের শিক্ষকরা এর বিরোধিতা করেন। সাদা দলের মিসেস তাহমিনা আখতার টফি বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অতীতেও ঢাবি ক্যাম্পাসে পুলিশ-বিডিআর ছিল। এখন থাকতে